মে নোয়মে সরকার
সম্প্রতি লিন্ডনভতি্তকি প্রতষি্ঠান ‘ওয়লেথ এক্স’ একটি রিপো র্ট প্রকাশ করছে। সে রপিো র্টে দখো যাচ্ছ,ে অতি ধনীর সংখ্যা সবচয়েে দ্রুত বাড়ছে বাংলাদশে।ে ‘ওয়লেথ এক্স’-এর রপিো র্টে তাদরেই অতিধনী হসিবেে চহি্নতি করা হয়ছে,ে যাদরে সম্পদরে পরমিাণ ৩ কো টি ডিলার বা তার চয়েে বশে।ি অর্থা। বাংলাদশেী টাকায় যাদরে সম্পদ ২৫০ কো টি টাকার বশে,ি তারাই ‘অতিধনী’ বলে গণ্য হবনে। অতিধনী মান্ষরে দশে বলে যে ১০টি দশেে তালকিার শীর্ষে আছ,ে তার মধ্যে বাংলাদশে নইে। কনি্তু বাংলাদশেে সংবাদরে শরিো নাম হয়ছেে এ কারণে য,ে এখানে অতিধনীর সংখ্যা পৃথবিীর মধ্যে দ্রুত হারে (১৭.৩ শতাংশ) বাড়ছ।ে
অতিধনী মূলত কারা হচ্ছনেÑ এমন প্রশ্ন উত্থাপতি হলে দখো যাব,ে যারা ক্ষমতার খুব কাছাকাছি আছনে তারাই দ্রুত ধনী হচ্ছ।ে ক্ষমতাই ‘অর্থ’। তাই সবাই অর্থরে লো ভে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে চায়। আগে যারা রাজনীতি করতনে, তাদরে মধ্যে অর্থরে লালসা খুব একটা ছলি না। কনি্তু পৃথবিীর সব দশেইে আজ ব্যবসায়ী রাজনীতকিরে ভড়ি। ব্যবসায়ীরা ব্যবসার চয়েে আজ রাজনীতি বশেি পছি্নদ করনে। কনে একজন শলি্পপতি বা ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় মনো যো গ না দয়িে রাজনীতি নয়িে ব্যস্ত থাকনে, তা একটু খতয়িে দখেলে দখো যাব,ে এর পছেনে রয়ছেে টাকা আয়রে গো পন অভলিাষ। রাজনীতি হলো একটি দশেরে চালকিাশক্ত।ি একটি দশেকে নরি্মাণ করা এবং সইে দশেরে মান্ষকে সার্বকি নরিাপত্তা দয়ো রাজনীতরি অন্যতম উদ্দশে্য। বর্তমান বশি্বে কল্যাণরাষ্ট্ররে ধারণা বা তত্ত্ব রাজনীতকিে আরো বশেি সংবদেনশীল ও দায়তি্ববান করে তুলছ।ে কল্যাণরাষ্ট্রে নাগরকিরে অধকিার পূরণ করা রাষ্ট্ররে অপরহিার্য কর্তব্য। এ কর্তব্যকে কছিুতইে রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। তাই আধুনকি রাষ্ট্র ও রাজনীতি দুটো ইে এখন আমজনতার সবো দতিে বাধ্য। কনেনা জনতা যদি রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ কর,ে তাহলে অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে তা সহজইে অন্মান করা যায়। সারা পৃথবিীর মতো আমাদরে বাংলাদশেওে রাজনীতিতে বর্তমানে ব্যবসায়ী অন্প্রবশে প্রবণতা সাংঘাতকি আকারে বৃদ্ধি পয়েছে।ে আমি মনে কর,ি এটা আমাদরে রাজনীতরি জন্য অশনসিংকতে। এ অশনসিংকতে বুঝওে যদি আমরা না বো ঝার ভান কর,ি তাহলে আমাদরে তরৈি বপিদ আমাদরেই গ্রাস করব।ে বর্তমানে বাংলাদশেরে রাজনীতিতে সত্যকিাররে দশেপ্রমেকি রাজনীতবিদিরে চয়েে ব্যবসায়ীদরে আনাগো না অনকেে বশেি দৃশ্যমান। ব্যবসায়ীরা যভোবে রাজনীতিতে বনেো জলরে মতো ঢুকে পড়ছনে, তাতে দশেরে স, যো গ্য ও মধোবী রাজনীতবিদিরা তো কো ণঠাসা হয়ে যাচ্ছনেই, সঙ্গে সঙ্গে দশেরে সাধারণ মান্ষও বঞ্চতি হচ্ছে যথার্থ সবো থকে।ে এভাবে চলতে থাকলে রাজনীতি একসময় মুখ থুবড়ে পড়ব।ে অরাজকতা সৃষ্টি হবে রাজনীতরি অঙ্গন,ে যা আমাদরে জন্য মো টইে শুভ হবে না। প্লটেো তার ‘রপিাবলকি’ গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্ররে যে চতি্র তুলে ধরছেনে, সখোনে ব্যবসায়ীদরে রাজনীতি করার অধকিার রাখনেন।ি কারণ তনিি জানতনে, যার যে কাজ তার সে কাজ করাই উচতি। ব্যবসায়ীরা যখোনে হাত দনে, সখোন থকেইে তারা টাকা উপার্জন করার কথা ভাবনে। তারা হাসপাতাল তরৈি করনে টাকার জন্য, স্কুল-কলজে-বশি্ববদি্যালয় করনে টাকার জন্য, পত্রকিার মালকিানা বলি আর টভিি চ্যানলেরে মালকিানা, সবখানইে আছে টাকা বানানো র মনো বৃত্ত।ি টাকা কামানো র এত এত পথ থাকতে রাজনীতিতে আসার উদ্দশে্য কী? ডউিটি ফ্রি গাড়,ি বলিাসবহুল বাড়,ি কম দামে প্লট, বদলি ও নয়িো গ বাণজি্যসহ বনিা পুঁজতিে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামানো র জন্য? আগে ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে টাকা লগ্নি করতনে কনি্তু সরাসরি রাজনীতি করতনে না, আজকরে চতি্র সম্পূর্ণ বপিরীত। এখন দলরে জন্য টাকা ব্যয় না করে নজিইে নমেে পড়ছনে রাজনীতিত।ে ফলে বদলে যাচ্ছে রাজনীতরি ব্যাকরণ। টাটা, বড়িলা, বলি গটেস, ওয়ারনে বাফটেরা বলিয়িন বলিয়িন ডলাররে মালকি হয়ওে রাজনীতিতে পা রাখনেন,ি ব্যবসার দকিে মনো যো গী হওয়াই তাদরে প্রধান কাজ ছলি। ব্যবসায়ইে তারা সফলতা পয়েছেলিনে। আমাদরে দশেরে ব্যবসায়ীদরেও অন্রো ধ করবÑ রাজনীতকিে টাকা বানানো র যন্ত্র না বানয়িে নজিরে ব্যবসায় মন দনি। তাতে দশেরে অর্থনীতি সবল হব,ে প্রকৃত রাজনীতবিদিরা রাজনীতি করার সুযো গ পাবনে। যারা আমাদরে প্রবীণ রাজনীতকি বা রাজনতৈকি কর্মী, তারা জাননে ১৯৫৪ সালরে যুক্তফ্রন্ট সরকারে যারা মন্ত্রসিভার সভ্য ছলিনে, তাদরে বশেরি ভাগই ছলিনে সার্বক্ষণকি রাজনীতবিদি, উকলি ও ডাক্তার। যমেনÑ খয়রাত হো সনে, শখে মুজবিুর রহমান, শরেবোংলা এ কে ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, শর। চন্দ্র মজুমদার, মাহমুদ আলী, হাসমি উদ্দনি আহমদ, ধীরনে্দ্রনাথ দত্ত, মনো রঞ্জন ধর, মসউির রহমান প্রমুখ। অধ্যাপকরাও সে সময়রে রাজনীতিতে বশে সক্রয়ি ছলিনে। অতীতে রাজনীতরি অঙ্গনে আমরা সইে মান্ষগুলো কইে দখেছে,ি যারা দশেরে জন্য ও দশেরে মান্ষরে জন্য নবিদেতিপ্রাণ নতো ছলিনে। আজ যারা ব্যবসায়ী নতো, যারা টাকার জো রে রাজনীতরি মঞ্চে এসে প্রবশে করছনে, তাদরে কাছে জনগণরে আশা-আকাক্সক্ষা সবকছিুই ভূলুণ্ঠতি হচ্ছ।ে টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীরা টাকা ছাড়া আর কছিুই বো ঝনে না। এরা রাজনীতকিে টাকা কামানো র অন্যতম শক্তশিালী উ।স বলইে মনে করনে। বঙ্গবন্ধুর সময়ওে এ প্রবণতা আমরা দখেনি।ি কনি্তু ১৯৭৫ সালরে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নহিত হওয়ার পরে জনোরলে জয়িাউর রহমান বাংলাদশেরে রাজনীতকিে এদকিে ঠলেে দনে। তনিি বলিনে, ‘ও ংযধষষ সধশব ঢ়ড়ষরঃরপং

ফরভরপংষঃ ভড়। ঢ়ড়ষরঃরপরধহং.’ তনি আিরো বলনে, ‘গড়হব ু রং হড় ঢ়। ড়নষবস.’ এই যে জয়িার ‘রাজনীতবিদিদরে জন ্য রাজনীত কিঠনি করে তোলো’ এবং ‘টাকা কোনো সমস ্যা নয়’ বক ্তব ্য বাংলাদশেরে রাজনীতকিে হিংস ্র ও দ ুর ্নীতগি ্রস ্ত করে তোলে। আমরা দখেি বএিনপি গঠন করার জন ্য জয়িাউর রহমান দশে রক ্ষার মহান কাজে নয়িোজতি স ুশ ৃঙ ্খল সনোবাহনীকে ব ্যবহার করনে এবং কতপিয় সনো কর ্মকর ্তাকে মন ্ত ্রীর মর ্যাদায় অধষি ্ঠতি করনে। তনি এিমন এমন ব ্যক ্তকিে রাজনীতরি মাঠে নমিন ্ত ্রণ করে নয়িে আসনে, যারা দশেরে চহি ্নতি অপরাধী ও অবধৈ টাকার মালকি। তাছাড়া দশেদ ্রোহী রাজাকারদরে জয়িাই প ্রথম রাজনীততিে প ুনর ্বাসন করনে। ফলে অরাজনতৈকি ব ্যক ্তদিরে রাজনীততিে প ্রবশেরে স ুযোগ তরৈ হিয়। এরপর আসনে আরকে জনোরলে হোসইেন ম ুহম ্মদ এরশাদ। তনিওি জয়িার মতো জাতীয় পার ্টি গঠন করনে সনো সদস ্য, অস ্ত ্র ও টাকার ওপর ভতি ্ত কিরে। ছাত ্রদরে হাতে অর ্থ ও অস ্ত ্র ত ুলে দয়িে ছাত ্ররাজনীতকিে হত ্যার জন ্য জয়িা ও এরশাদরে ক ুটলি ভ ূমকিা চরিদনি বাংলাদশেরে ছাত ্রসমাজ মনে রাখব।ে এরশাদরে জাতীয় পার ্টতিওে একে একে এসে যোগ দনে স ুযোগসন ্ধানী আমলা, সনো কর ্মকর ্তা ও ব ্যবসায়ীরা। এরশাদরে পরে ১৯৯১ সালরে নরি ্বাচনে খালদো জয়িার নতে ৃত ্বে নত ুন সরকার গঠতি হলে সইে নত ুন সরকাররে মধ ্যওে দখো যায় ব ্যবসায়ী নতো, সামরকি ও আমলাতান ্ত ্রকি আধপিত ্য। বএিনপি নিতে ৃত ্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারে শ ুধ ু ব ্যবসায়ী রাজনতৈকি নতোই নন, সখোনে ধীরে ধীরে জঙ ্গরিাও অন ুপ ্রবশে করে। আওয়ামী লীগ বাংলাদশেরে সবচয়েে প ুরনো রাজনতৈকি দল। সঙ ্গত কারণইে আওয়ামী লীগরে মতো একটি ঐতহি ্যবাহী দলরে কাছে দশেরে সাধারণ মান ুষ গঠনম ূলক রাজনীত পি ্রত ্যাশা করে। কনি ্ত ু আওয়ামী লীগও ধীরে ধীরে বদলাতে শ ুর ু করছে।ে আওয়ামী লীগরে মধ ্যওে এখন ব ্যবসায়ী নতোদরে আনাগোনা একবোরে কম নয়। যহেত ু সব দলইে এখন ব ্যবসায়ীদরে জয়জয়কার এবং টাকা ছাড়া যহেত ু নরি ্বাচনে জয়লাভ করা বর ্তমান সময়ে কঠনি, তাই আওয়ামী লীগও অন ্যান ্য দলরে সঙ ্গে পাল ্লা দতিে গয়িে ব ্যবসায়ীদরে রাজনীত কিরার স ুযোগ করে দচি ্ছ।ে এ ছাড়া যে আর কোনো উপায় নইে! যদ আিমরা বাংলাদশেরে রাজনীতরি দকিে একট ু ভালো করে তাকাই তাহলে দখেব, ত ৃণম ূল পর ্যায় থকেইে শ ুর ু হয়ছে রোজনীততিে টাকাওয়ালা বা ব ্যবসায়ীদরে যোগাযোগ। যার টাকা আছে তার পছেনইে লোক আছ,ে যকেোনো জায়গায় টাকাওয়ালার জন ্য চয়োর আছ।ে ফলে টাকা ইনভসে ্ট করতে টাকাওয়ালারা মোটইে দ ্বধিা করনে না। আজকরে দনিে সমাজে একজন স। মান ুষরে চয়েে টাকাওয়ালা মান ুষরে দাম বশে।ি যহেত ু টাকার দাম বশে,ি তাই টাকা যাদরে আছে তারাই তো সমাজপত হিবনে। আগে জ ্ঞানীরা সমাজপত হিতনে, এখন ধনীরা সমাজপত হিন। এ চনি ্তাচতেনা ভ ্রান ্ত মানসকিতার পরচিয় বহন কর।ে এভাবে যদ চিলতে থাকে তাহলে সমাজ কছি ুদনি পরইে নতে ৃত ্বশ ূন ্য হয়ে পড়ব।ে প ৃথবিীতে রাজনীত কিোনো সহজ কাজ নয়। যকোনো লোকরে পক ্ষইে রাজনীত কিরা সম ্ভব নয়। এর সঙ ্গে অনকে কছি ু জড়তি। ব ্যবসায়ীরাই যদ রিাজনীত কিরতে পারতনে, তাহলে মহাত ্মা গান ্ধী, জওহরলাল নহের ু, কায়দে আজম মোহাম ্মদ আলী জনি ্নাহ, হোসনে শহীদ সোহরাওয়ার ্দী, শরেবোংলা, এ জে ফজল ুল হক, মওলানা ভাসানী, বঙ ্গবন ্ধ ু শখে ম ুজবি ুর রহমানরা রাজনীত কিরে মান ুষরে এত কাছে যতেে পারতনে না, জনগণকে স ্বাধীন সার ্বভৌম দশে উপহার দতিে পারতনে না।

ব ্যবসায়ীদরে কাজ হলো ম ুনাফা করা, মান ুষরে দাবদিাওয়া প ূরণ করা নয়। তাদরে কাছে মান ুষরে চয়েে টাকার দাম বশে।ি পক ্ষান ্তরে প ্রক ৃত রাজনীতবিদিদরে কাছে টাকার চয়েে মান ুষরে দাম বশে।ি দ ুট িবপিরীত বশি ্বাস নয়িে দ ুই মরে ুতে দাঁড়য়িে আছনে প ্রক ৃত রাজনীতবিদি আর ব ্যবসায়ী রাজনীতবিদিরা। আমরা যদ এিখনই রাজনীতবিদি ও ব ্যবসায়ী রাজনীতবিদিরে পার ্থক ্য ব ুঝতে না পার,ি তাহলে ভবষি ্যতে দ ুঃখ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। ভবষি ্যতরে কথা ভবেে আস ুন আজ থকেইে প ্রক ৃত রাজনীতবিদিদরে হাতে রাজনীত তি ুলে দহি। বদিায় জানাই ব ্যবসায়ী রাজনতৈকি নতোদরে। রাজনীতকিে ব ্যবসায়ীদরে হাত থকেে বাঁচাতে হলে জনতার সচতেনতা ছাড়া আর কোনো পথ নইে। কনেনা জনতাই পারে রাজনীত নিা-জানা টাকাওয়ালা ব ্যবসায়ীদরে রাজনীতরি ব ্যাকরণ শকি ্ষা দতি।ে

লখেক: রাজনীতবিদি ও কলামসি ্ট